দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 JUL 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

039

বোর্ডের আশ্বাস

১৯৮৬ শিক্ষাবছর একটা ব্যতিক্রমী বছর হবে বলে আশ্বাস পাওয়া গেছে। অন্যান্য বছরের মতন ওই বছর 'বই নেই, বই নেই' বলে হাহাকার করার প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ১৯৮৬ শিক্ষাবছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শ্রেণীর পাঠ্য বই যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছবে।

এই খবর অনুযায়ী সত্যিই যদি যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীরা বই হাতে পেয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে অসাধারণ ঘটনা আর কি হতে পারে। বহু বছর ধরে বছরের প্রথম কয়েকটি মাস ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের তো ওই একই ধাঁধায় কেটে যায়। আমাদেরও বারংবার ওই একই বিষয়ে লিখতে হয়। বছরের তিন মাস গত হল, চার মাস চলে গেল, বইয়ের দর্শন মিলল না—ইত্যাদি। মাথা না থাকলে যেমন মাথার ব্যথা থাকে না তেমনি বই নেই বলে বইয়ের সমালোচনাও অবশ্য বড় একটা হয়নি। বইয়ের ভুলত্রুটি দু-একটা যে একেবারেই চোখে পড়েনি তা ঠিক নয়। তবে খুঁটিয়ে দেখার মত সময় পাওয়া যায়নি। বই যারা লিখেছেন, প্রকাশ করেছেন তাদের জন্য হয়তো এতে সুবিধাই হয়েছে। কড়া সমালোচনা কারও ভাল লাগে না। তবে শিক্ষার্থীদের কতখানি শিক্ষা হচ্ছে সে বিচার চুলচেরা করা সম্ভব হয়নি। বই যখন পাওয়া গেছে তখন হয়ত পরীক্ষা সামনে। কোন রকমে বই গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দেয়া ছাড়া আর বেশি কিছু করা সম্ভব হয়নি কোন পক্ষেই।

বই সময়মত বাজারে ছাড়ার উদ্যোগ যখন নেয়া হয়েছে, আমরা আশা করব, স্কুলপাঠ্য বইগুলো মানসম্মত করার ব্যাপারেও নজর দেয়া হয়েছে। তা না হলে শুধু সময় মত বই প্রকাশ থেকে কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হবে না।